দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

10

বাউবির শিক্ষা কার্যক্রম প্রসঙ্গে

আমি একজন অতি দরিদ্র শিক্ষক। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বা,উ,বি)-এর বি, এড প্রোগ্রাম '৯৬ ব্যাচে কুমিল্লা টি, টি কলেজ কেন্দ্রে ভর্তি হই। তাহার অনেক পরে শিক্ষা সামগ্রী হাতে পাই। পর্যাপ্ত সময় না দিয়াই কর্তৃপক্ষ ১ম সেমিষ্টার পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেন এবং পাস মার্কস পূর্বের '৩৬'-এর স্থলে '৫০' নির্ধারণ করেন। সেই সাথে কোন প্রকার বিরতি ব্যতীত পরীক্ষার রুটিন দেওয়া হয়, যাহা একটি পোষ্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য শুধু অবাস্তবই নহে, অমানবিকও বটে।

পাস মার্কস '৫০' করা এবং রুটিনে কোন বিরতি না রাখার প্রতিবাদে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, যশোরসহ সারাদেশের বি,এড প্রোগ্রামের পরীক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করেন। দেশের অন্যান্য কেন্দ্রে পরীক্ষা হইলেও ঢাকা ও ময়মনসিংহ-এর ২টি কেন্দ্রে পরীক্ষার্থিগণ পরীক্ষা না দেওয়ায় ঐ কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ঐ সময় মাননীয় উপাচার্য পরীক্ষার্থীদের দাবীমুখে পাস মার্কস পূর্বের মত '৩৬' এবং পরীক্ষায় বিরতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

যখন সারাদেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ১ম সাময়িকী পরীক্ষা, খাতা দেখা এবং ফলাফল ঘোষণার প্রস্তুতির সময়, ঠিক তখনই ২য় সেমিষ্টার পরীক্ষা শুরুর ঘোষণা দেওয়া হয় এবং পরীক্ষা ২০শে জুন হইতে শুরু হইয়া বিরতিহীনভাবে চলে। উপরন্তু শেষদিন সকাল-বিকাল দুই বেলা পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব অনুযায়ী তাহাদের সরবরাহকৃত ছাত্র নির্দেশিকায় পরীক্ষা জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া উল্লেখ আছে। এবং দেশের বিভিন্ন টিউটোরিয়াল কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষার্থীদের জন্য ন্যূনতম পক্ষে ১২টি ক্লাসের আয়োজন করিবার কথাও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে হইয়াছে মাত্র ৫টি ক্লাস। যাহা পরীক্ষায় বসিবার জন্য অপর্যাপ্ত। তাহার উপর ১ম সেমিষ্টার পরীক্ষার ফলাফল অদ্যাবধি ঘোষণা করা হয় নাই। যাঁহারা অকৃতকার্য হইবেন, তাঁহাদের জীবন হইতে কি একটি সেমিষ্টারের ৬টি মাস ঝড়িয়া যাইবে না ? তাহাছাড়া কর্তৃপক্ষ ১ম পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা না করিয়া কিভাবে দ্বিতীয় পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেন, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে।

এই একই সমস্যার কারণে এইবারও দেখাদিল অসন্তোষ। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, খুলনা টি,টি কলেজের পরীক্ষার্থিগণ পরীক্ষা বর্জন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া তাহাদেরকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানাইয়াছেন। ঘটনা এখানেই শেষ হয় নাই। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যে একেবারেই 'উন্মুক্ত (লাগামহীন)', কর্তৃপক্ষ তাহা প্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছেন। কুমিল্লা টি,টি কলেজ কেন্দ্রের ঘটনা। প্রথম দিন। 'শিক্ষার ইতিহাস' পরীক্ষা। হলরুমে বিলি হইল ২৭ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য 'শিক্ষা পরিসংখ্যান-১' বিষয়ের প্রশ্নপত্র। ছাত্র-শিক্ষক সকলেই বিস্ময়ে হতবাক—একি ! তাড়াতাড়ি করিয়া বিতরণকৃত প্রশ্নগুলি ফেরত নেওয়া হইল, কাহারো নিকট থাকিয়াও গেল। পরবর্তী সময়ে এই বিলিকৃত 'শিক্ষা পরিসংখ্যান-১'-এর হুবহু প্রশ্নে আমিসহ সকল পরীক্ষার্থীই পরীক্ষা দিয়াছিলাম। এমতাবস্থায় আকুল আবেদন, আমাদের মত দরিদ্র শিক্ষকগণকে বি,এড ডিগ্রী প্রদানের নামে এমন প্রহসনের খেলা শীঘ্র বন্ধ করুন। মহৎ উদ্দেশ্য নিয়া যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্ম, তাহা যেন কাহারো খামখেয়ালিপনায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া না যায়, সেদিকে দৃষ্টি দিবার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—মোঃ শেখ আবুল কাশেম,
বড়িচং মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পুলিশ লাইন রোড, কুমিল্লা।